৭৪

আজকের কাগজ

তারিখ 03 MAY 1995
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শিক্ষা খাতে বরাদ্দের সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না

প্রথম পাতার পর

উত্তর ঃ শিক্ষা খাতে প্রাধান্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষা ক্ষেত্রেও সরকারের কোনো সুস্পষ্ট এজেন্ডা না থাকায় শিক্ষা খাতে বরাদ্দের সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, আমাদের মতো দরিদ্র দেশে জীবনমুখী ও বাস্তবধর্মী শিক্ষার যথাযথ গুরুত্ব না দেয়া পর্যন্ত দেশের বিশাল জনগোষ্ঠিকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করা যাবে না। আমাদের বাজেটের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্যে বহুমুখী কার্যক্রম প্রণয়ন ও দ্রুতগতিতে তা বাস্তবায়ন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রমকে এমনভাবে বিন্যাস করা প্রয়োজন- যাতে শিক্ষার নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত একটি সমুন্নত ও পরিকল্পিত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ঃ সাম্প্রতিক সময়ে কৃষি নিয়ে দেশে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, কৃষি বিপর্যয়ের মুখে। আপনি বর্তমানে কৃষি অবস্থাকে কিভাবে দেখছেন?

উত্তর ঃ কৃষি ক্ষেত্রে যে বিপর্যয়ের কথা আপনি উত্থাপন করেছেন তা সত্যি অত্যন্ত দুঃখজনক। আমাদের দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক যে পেশায় নিয়োজিত- তা কৃষি। তাছাড়াও কৃষি শ্রম ও কৃষি পণ্য বাস্তবিক অর্থে দেশকে চালায়। আমাদের কৃষকরা বছরের ৩শ' ৬৫ দিনের প্রতিটি দিনই তাদের কাজ করে যান। কোনো রকম বিনোদন বা হরতাল ও অন্যান্য কর্মসূচি তাদেরকে কাজ থেকে বিরত রাখে না, কিংবা তারাও কাজ থেকে বিরত হন না। এ অবস্থায় আমাদের কৃষক সম্প্রদায়ের যে ধরনের প্রাধান্য পাওয়া উচিত ছিলো, তা না দিয়ে পর্যায়ক্রমে তাদের ওপর সমস্যার ভার চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। পরিশেষে তাদের বুকে গুলি চালিয়ে বর্তমান সরকার কৃষক সম্প্রদায়কে চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। ... ...

ভবিষ্যতে যে কোনো সরকারেরই প্রথম দায়িত্ব হবে দেশের এই উৎপাদনমুখী কর্মশক্তির সরকারের প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। কৃষক সমাজের সার্বিক উন্নয়ন যে অন্য অর্থে দেশের উন্নয়ন- এ কথাটা ভুললে চলবে না।

প্রশ্ন ঃ বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিল্পায়নের লক্ষ্যে ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে বলে দাবি করছে। বিশেষ করে বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তারপরেও সে তুলনায় বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন হচ্ছে না কেনো?

উত্তর ঃ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগ বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করতে পারছে না। এর প্রধান কারণ, কর্তৃপক্ষের দীর্ঘসূত্রিতা ও এক শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তার দুর্নীতিমূলক মনোবৃত্তি।

বিনিয়োগকারীরা সর্বদাই ঝামেলা মুক্ত পরিবেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী থাকে। অতএব পরিবেশকে যতোদিন পর্যন্ত ঝামেলামুক্ত করা না যাবে, ততোদিন পর্যন্ত বিনিয়োগের হার বাড়ারও সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।

এখানে আরেকটি কথা বলা প্রাসঙ্গিক মনে করছি যে, সরকার বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা প্রদানকে উৎসাহিত করার যে কথা ঘোষণা করেছে, তার এক দশমাংশও দেশি বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার জন্যে প্রদান করছে না। যথেষ্ট সংখ্যক দেশি বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করা না হলে দেশের শিল্পায়নের আশা দুরাশা হয়েই থাকবে।

প্রশ্ন ঃ '৯১-এ সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর অর্থনৈতিক জবাবদিহিতার প্রশ্নটি সামনে চলে আসে। আপনি কি মনে করেন যে, গত ৪ বছরের সংসদে এ জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

উত্তর ঃ মোটেই নয়। বাজেট হলো একটি জাতির আগামী ১ বছরের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু যখন বাজেটকে পাশ কাটিয়ে দেশের বড় বড় অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত সংসদের বাইরে নির্বাহী আদেশে গৃহীত হয়ে থাকে, তখন আর জবাবদিহিতার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এ সরকারের গৃহীত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বড় বড় সিদ্ধান্তগুলো অর্থনৈতিক জবাবদিহিতার পরিবর্তে অর্থনৈতিক স্বৈরতন্ত্রই প্রতিষ্ঠা করেছে।

দেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণের পরিবর্তে বিশ্বব্যাংক ও দাতা সংস্থার কল্যাণই এ সরকারের কাম্য বলে আমার প্রায়শই মনে হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ অর্থনীতিবিদদের মতে, দেশে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি-নৈরাজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ এ প্রশ্নের উত্তরে আমি আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাবে ফিরে যেতে চাই। ... এদেশে ৩শ' কোটি টাকার শিল্প কলকারখানা ৩০ কোটি টাকায় বিক্রি হওয়ার বহু ঘটনা গত কয়েক বছরে ঘটেছে। রাজনৈতিক সুবিধা আদান-প্রদানের লক্ষ্যেই এ ধরনের মারাত্মক দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। এসব দৃষ্টান্ত ছাড়াও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি ও নৈরাজ্য ক্রমশ বৃদ্ধি করছে, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

রাষ্ট্রের যে-কোনো ক্ষেত্রেই সদিচ্ছা ও সততা উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কিন্তু এ দু'টি পূর্বশর্তের দুঃখজনক অনুপস্থিতির কারণে দেশ আজ পশ্চাদপদমুখী।

প্রশ্ন ঃ একটি জনকল্যাণমুখী বাজেটের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য কি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ এ প্রশ্নের মাঝেই উত্তর নিহিত আছে। জনকল্যাণমুখী বাজেটের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো জনকল্যাণ। বাজেটে যেখনে আগামী ১ বছরের সরকারের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ তুলে ধরার কথা, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই বাজেটের প্রতি জনগণের একটি আশাব্যঞ্জক আগ্রহ লক্ষণীয় হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা ভিন্ন। বাজেটের পূর্বক্ষণে জনগণ শংকার সঙ্গে অপেক্ষা করে যে, সাধারণ জনগণের জীবন নির্বাহের মূল্য আরো কতোগুণ বৃদ্ধি পেলো- তা জানার জন্যে। কারণ, বাজেট অর্থ জনগণের কর বাড়ানো ও সেবামূলক পণ্যের দাম বাড়ানো। এ অবস্থার পরিবর্তন কাম্য। জনগণ যাতে উৎসাহের সঙ্গে বাজেটের জন্যে অপেক্ষা করে, এমন কল্যাণমুখী বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।

বাজেটের লক্ষ্য হওয়া উচিত কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। এখানে পশ্চিমা ধাঁচের মডেল অনুসরণের পরিবর্তে আমাদের আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে সৃজনশীল পরিকল্পনার মাধ্যমে বাজেট প্রণয়নে উদ্যোগী হতে হবে।

বাজেটে জনগণের ইতিবাচক সাড়া সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়।